Keywords:
Excellence
Improve

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

20 September 2024 / 16 Rabiul Awal 1446H

জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সুন্নাহ পালনের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ، أَبَانَ لِلنَّاسِ مَعَالِمَ اْلحَقِّ الْمُبِيْنِ، وَجَعَلَ لَهُمْ رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ، فَأَرْسَلَ مِنْهُمْ حَبِيْبَهُ مُحَمَّدًا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ اْلحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وُلِدَ النُّوْرُ بِمَوْلِدِهِ، وَبُعِثَتِ اْلإِنْسَانِيَّةُ مِنْ ضَيَاعِهَا بِمَبْعَثِهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া স্থাপন করুন। জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। আমাদের কাজগুলিকে নিখুঁত ভাবে করার চেষ্টা করুন। আর আসুন, আমাদের নবী রাসুলুল্লাহ (স) এর সুন্নাহগুলিকে জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের তাঁদের একজন করুন যাঁরা ইহকালে ও পরকালে সফল মানুষ। আমীন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই পৃথিবীতে এবং পরকালের জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে নবী করিম (সঃ) এর সুন্নাহ পালনের কি ভূমিকা তা-ই হবে আজকের খুতবার মূল বিষয়বস্তু। তার আগে আসুন আমরা সুরা আত তাওবার ১২৮ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করি।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨

অর্থঃ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

আমাদের নবী করিম (সঃ) তাঁর পরের প্রজন্ম যাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনদিন দেখা হয় নাই তাঁদের সম্পর্কে চিন্তা করে গেছেন। এবং নানাবিধ পথনির্দেশিকার মাধ্যমে তিনি তা করে গেছেন। তিনি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মদের জন্য যা রেখে গেছেন তা হলো কিছু পথনির্দেশিকা যা অনুসরণ করে আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারব হোক তা কার্যক্ষেত্রে, পড়াশুনায় বা পরিবারের এবং অত্যন্ত আপন মানুষের সঙ্গে দৈনিন্দিন জীবনের যে কোন কাজে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

সম্মানিত সামাইল মুহাম্মাদিয়া তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যখন আমাদের নবীজী (সঃ) কারো সঙ্গে কথা বলতেন তিনি তাঁর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শ্রোতার দিকে শরীর ঘুরিয়ে কথা বলতেন। আর যা বলতেন তা খুব পরিষ্কার করে বলতেন, একটি শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে এমনকি প্রয়োজনে কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতেন যা তে যাঁরা শ্রোতা তাঁরা তা দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারেন। এটা যোগাযোগ শিল্পে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের একটি উদাহরণ।

সম্মানিত মুসুল্লীগণ,

যদি অনুমতি দেন তবে আমি আপনাদের বিবেচনার জন্য আজ দুটি প্রস্তাবনা উত্থাপন করব;

প্রথমতঃ আমাদের জীবনের মান মূল্যায়ন এবং তার উন্নতি সাধন করতে হবে। আমরা প্রতিদিন এর মূল্যায়নে ব্যবহারিক ভাবে যা করা সম্ভব সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করব। যেমন, আমরা আমাদের নামাজ পড়ার মান কি করে উন্নততর করতে পারি? ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে তাদের সামনের পরীক্ষায় আরো ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।

আমরা প্রতিদিন আমাদের ধর্মীয় কাজে, বা অফিসের কাজে, স্কুলে, বা আমাদের আন্তর্ব্যাক্তিক সম্পর্কগুলির সাথে কথাবার্তায় একটি করে বাস্তবসম্মত, সহজসাধ্য পদক্ষপ গ্রহণ করব। এটা ইসলামে যেভাবে বলা আছে প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নয়নের প্রচেষ্টায় থাকা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। একটি ছোট ভাল অভ্যাস দিয়ে এইটি শুরু করা যায় যেমন; প্রতিদিন কোরান পাঠের সময় বর্ধিত করা, নামাজের বাইরেও বার বার মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা,সব রকম রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদে থাকার একটি কর্যকরী ও নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস বজায় রাখা।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের দুর্বলতাগুলিকে স্বীকার করে নেয়া এবং সেগুলিকে অতিক্রম করা। নিজেদেরকে ঘাটতি ও ভুলকাজগুলিকে স্বী্কার করে নেয়াটা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

যখন আমরা কোন ভুল করে থাকি উচিত হবে দ্রুত তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া, তা শুধরিয়ে নেওয়া এবং নিজের উন্নতি সাধন করা। অন্যের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা একটি বিশাল অন্তর দিয়ে শোনার চর্চা করা দরকার। যেমনঃ যদি অন্যের সঙ্গে কথাবার্তায় আমাদের ধৈর্যের ঘাটতি দেখা দেয় তবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত পরবর্তীতে কেউ কথা বলতে শুরু করলে তার কথার মধ্যে কথা না বলে তার কথা প্রথমে সম্পূর্ণ বলতে দেয়া এবং পরে নিজে কথা বলা দরকার। আমাদের ইগো কমিয়ে আমাদের নিজেদের ভুলগুলিকে প্রথমে গ্রহণ করা শিখতে হবে এবং নিজেদেরকে ক্রমশঃ উন্নততর মানুষে

পরিণত করতে হবে। এরপর নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করে আমরা আমাদের পরিবারের বা বন্ধুদের মধ্যে কাউকে আমার নিজের সম্পর্কে সমালোচনা করতে বললে সেখান থেকে আমরা আমাদের আদৌ কোন উন্নতি হয়েছে কি না তা বুঝতে পারব।

এই প্রসঙ্গে আমাদের নবী করিম (সঃ) এর একটি হাদীস থেকে উল্লেখ করতে পারি যেখানে তিনি বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

অর্থঃ প্রতিটি আদম সন্তানই ভুল করে থাকে আর যারা ভুল করে তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে কিনা ভুল করার পর অনুতপ্ত হয়। (ইমাম আত তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

সম্মানিত মুসুল্লীগণ,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ও তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করি। আজ আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো প্রয়োজন গাজার ভাই-বোনদের প্রতি। রাহমাতান লিল আলামীন ফাউন্ডেশন সিঙ্গাপুরের অন্যান্য মসজিদগুলির সহায়তায় গাজার অসহায় মানুষদের মানবিক সাহায্য প্রদানে একটি অর্থসাহায্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। আসুন, এই সুযোগে আমরা তাদের জন্য এই মানবিক সাহায্যে কিছু অবদান রাখি।

পরিশেষে, আমাদের নবীজী (সঃ)এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের মাসে আমি আজকের খুতবার শেষে ইমাম ইবন হিব্বাব কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করব। সমস্ত বিশ্বাসী উম্মতগণের মাতা, আয়েশা (রা) একদা আমাদের নবীজীকে প্রার্থনা করতে শুনেছেন এভাবে বলতে, " হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আয়েশার অতীতের সমস্ত গুনাহ এবং ভবিষ্যতের গুনাহগুলি, তার ছোট-বড়, প্রকাশ্য গোপনীয় সকল পাপ মাফ করে দাও"। এই মোনাজাত শোনার পর বিবি আয়েশা (রাঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন। এরপর নবীজী

(সঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আয়েশা, তুমি কি আমার মোনাজাতের কথাগুলি শুনে খুশী হয়েছ? তাহলে জেনে নাও যে আমি আমার প্রতি নামাজের পর আমার প্রতিটি বান্দার জন্য এই দোয়া করি"।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِيْنَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.